R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
[illegible]
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সমস্ত প্রকার রোগ নির্ণয় ও
নিরাময় করা হয়
ডাঃ অমল সরকার
বি-এস সি, এম, বি, বি, এস
এক্স-হাউস সার্জেন
স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ
রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর পার্শ্বে
বসিবার স্থান : কমলা ফার্মেসী, দম্পতি-নগর, সময় : সোম-শনি সকাল ৭টা ১১টা, পাকুড়তলা : সোম-শনি বৈকাল ৪টা-৭টা, রবি সকাল ৭টা-১১টা।

৭৫শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
৮ই জুন, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাপে নয়া এস ডি এম-ওর আদর্শবাদ হাওয়া

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় হাসপাতাল চত্বরে কুকুর, শুয়োর, গরু সেই একই ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যখন খুশি বাইরের লোকজন যাতায়াত করছেন কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে। বিগত এস ডি এম-ওর কোয়ার্টারের সরকারী ফ্রিজটিও নাকি লোপাত্তা। বর্তমান এস ডি এম-ওর আদর্শবাদ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে বসেছে। কারণ নাকি কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রবল দাপট। খবর, সম্প্রতি কমিটির দুই নেতা জনৈকা মেট্রনের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে এস ডি এম-ওর সামনে যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তা শুনলে যে কোন মানুষ কানে আঙুল দেবে। কিন্তু তথাপি হাসপাতালের কোন কর্মী উক্ত নেতাদের (চতুর্থ শ্রেণীর জি ডি এ) কথার কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি বলে জানা যায়। কেন না তাঁদের ভয়, শাসক শ্রেণীর প্রিয় পাত্রদের চটালে আখেরে অন্য কিছু না হোক বদলী হতে হবেই। এস ডি এম ও নয়, এঁরাই নাকি ঠিক করেন কাকে কখন কোথায় ডিউটিতে দেওয়া হবে। জানা যায় তাঁদের চাপেই নাকি বেশ কিছুদিন ধরে সিস্টার-ইন-চার্জ নমিতা মাইতিকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া যায়নি। এঁরা খুশিমত ডিউটি করেন, যখন খুশি অফিসে আসেন। হাসপাতাল দেওয়ালগুলিতে কমিটির নানা ভ ব্য অঙ্কিত করেন। আরো জানা যায়, প্রতিদিন রোগীদের ওষুধ কেনার জন্য হাসপাতাল থেকে ৭০০ টাকা করে দেওয়া হয়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গভঃ রেকর্ড ট্যাম্পারিঙের অপরাধে এ্যাডভোকেট ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৭ জুন বেলা ১০-৩০ নাগাদ জঙ্গিপুর কোর্টের জনপ্রিয় এ্যাডভোকেট সমীর চক্রবর্তীকে পুলিশ তাঁর চেম্বার থেকে গ্রেপ্তার করে। গত মাসে সাবডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমীর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মোকর্দমার রেকর্ড টাম্পারিঙের অভিযোগ আনেন। এবং অর্ডারের কপি জেলা জজকে পাঠিয়ে দেন। জেলা জজের নির্দেশে চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট গত ২৬ মে সরজমিন তদন্তে এখানে আসেন। এক সাক্ষাতকারে সাবডিভিসনাল (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

"অন্ধ সি পি এম বিরোধিতায় জঙ্গিপুর সংবাদ-এর ভূমিকা" প্রসঙ্গে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
রঘুনাথগঞ্জ ২নং লোকাল কমিটি

পোঃ—জঙ্গীপুর
জেলা—মুর্শিদাবাদ

পত্র নং............

তারিখ ২৩.৪.৮৮

সম্পাদক,
জঙ্গিপুর সংবাদ।

প্রিয় মহাশয়,

গত ১৩.৪.৮৮ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশিত '[illegible]' — এই সংবাদটি ঠিক নয়। পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করার কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পর্কে স্থানীয় সি পি এম দলের প্রকাশিত দু'টি ইস্তাহার এখানকার জনসাধারণ নিশ্চয়ই পেয়েছেন। দলের বিরুদ্ধে কোনও কথা প্রকাশিত হলে সেটা হবে ঐ দলের বিরুদ্ধাচরণ— ইস্তাহার দু'টি পড়লে তাই মনে হতে পারে। অতএব 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সি পি এম দলের বিরুদ্ধে চলেছে এটা যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সবিনয়ে জানাই যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন ব্যক্তির প্রতি মোহগ্রস্ত বা অনুগত নয়। নয় বলেই জনগণের অবগতির জন্যে সুস্থ সাংবাদিকতার কথা মনে রেখেই এই পত্রিকা দলীয় পছন্দ-অপছন্দের কথা না ভেবে বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। তথ্যানুসন্ধান না করে সংবাদ প্রকাশ করা হয় না। এই পত্রিকা বামফ্রন্ট সরকার হোক, কংগ্রেস সরকার হোক, সি পি এম দল বা অন্য দল হোক—ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের কাজের সমর্থন, আবার সমালোচনাও করে এসেছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নীতির যেমন সমালোচনা করা হয়, পশ্চিমবঙ্গের অকংগ্রেসী সরকারের কোনও কাজের তেমনি প্রশংসাও করা হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৯৫ সাল

অশোভন

ঘটনা গত ১লা জুনের। হুগলীর মগরা থানায় জনতার আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গুলিচালনায় হত ও আহত দুই-ই হইয়াছে। উপলক্ষ্য ছাইয়ের পয়সা! ছাই বলিয়া অবহেলার নয়—পয়সা বেশ ভাল-রকমেরই। এই পয়সা হইতে নাকি বঞ্চিত হইতেছিলেন মেহনতী শ্রমিকেরা; বঞ্চনার মূলে ছিলেন তাঁহাদেরই সমর্থিত রাজনৈতিক দলভুক্ত কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

সংবাদে জানা যায় যে, ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোড়া কয়লার ছাই দুইটি ছাইখাদে ফেলা হয় এবং পূর্বে সেই ছাই কলিকাতার মার্শাল কোম্পানী অপসারণ করিত। বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব এই কোম্পানীকে বাদ দিয়া দুইটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া তাহাদিগকে ছাই ফেলার ভার দেওয়া হয়। সি পি এম প্রভাবিত এই সমবায় সমিতিতে সি পি এম সমর্থক শ্রমিক-সদস্যেরা অংশীদার। ছাই অপসারণে তাঁহারা শ্রমিকের কাজ করেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ছাই অপসারণের খরচ পূর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও এই ব্যবস্থা এ যাবৎ চলিয়া আসিতে-ছিল বলিয়া প্রকাশ। শ্রমিকেরা কাজ করেন, মজুরি পান। কিন্তু তাঁহারা সমবায় সমিতির সদস্য হইলেও লাভ-লোকসানের নাকি কোন হদিশ পাইতেছিলেন না। সমবায় সমিতির লাভ হইতেছে; অথচ হিসাব-নিকাশ নাই; লাভের ভাগ-বাঁটোয়ারাও নাই। সে টাকা অন্য ব্যবসায়ে লগ্নীকৃত হয় বলিয়া শ্রমিকদের অভিযোগ। সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা এবং শ্রমিকেরা একই সি পি এম দলভুক্ত হইলেও এক অংশ বঞ্চনা করায় এবং অপর অংশ বঞ্চিত হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং হিসাব লইয়া কর্ম-কর্তাদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধ বাধিলে গত ১৪ই এপ্রিল হইতে কর্মকর্তারা ছাইখাদ বন্ধ করেন। আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পক্ষ হইতে ছাই সরানর জন্য তাগিদ চলিতে থাকায় সমবায় কর্তৃপক্ষ নাকি নানাভাবে শ্রমিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে থাকেন। ফলে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত শ্রমিক-নেতার বাগবিতণ্ডার জন্য থানায় ডায়েরী করা হয়। কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ, গুলি ও মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটিল।

কত রাউণ্ড গুলি পুলিশ ছুঁড়িল বিক্ষুব্ধরা পাইপগান লইয়া গিয়াছিল কিনা এইসব নানা পরস্পর বিরোধী উক্তি শুনা গিয়াছে। বক্তব্য সেখানে নহে। বক্তব্য এই যে, সি পি এম এর লোকেরা সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায়-শ্রমিক সদস্যেরা সি পি এম অর্থাৎ সকলেই একই দলভুক্ত, অথচ প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ছাই তোলার আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেখাইয়া সন্দেহ উদ্রেক করিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষ প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকিয়া যাঁহারা নেতৃস্থানীয় হইয়াছেন, ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের দুর্নিবার লোভের বশে খাটিয়া-খাওয়া শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চনা করিতে তাঁহাদের যে মমত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই ভাবিবার দিক। সুতরাং বুর্জোয়া বিরোধীরা যে ক্রমশঃ বুর্জোয়ার পথ ধরিতেছেন, তাহাতে আর বাহাই হউক, সাম্যের বুলি কপচান নিতান্তই অশোভন।

বিদ্যুৎ বিভাগের পোদ্দারের পরের ধনে পোদ্দারী

রঘুনাথগঞ্জ : বিদ্যুৎ বিভাগের জনৈক কর্মীর রোজগারের নানান দিক শহরের মানুষকে হতবাক করেছে। সাধারণ একজন সরকারী কর্মচারীর বড়লোকী চালচলনে অনেককেই ভাবাচ্ছে, তাঁর বেতনের টাকাতে এসব সম্ভব কিনা? জানা যায় শহরের রবীন্দ্র ভবনের কাছে তিনি কয়েক কাঠা মূল্যবান জায়গাও তাঁর স্বল্পকালীন চাকুরী জীবনেই ক্রয় করেছেন। যে ভাড়া বাড়ীতে তিনি থাকেন সেটাও দামী টিভি সহ মূল্যবান আসবাব দিয়ে সাজানো। তাঁর নিজস্ব মোটর সাইকেল আছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় ঐ কর্মীটির আয়ের উৎসও নাকি বহুমুখী। তাঁর স্ত্রীর নামে এল আই সি-র এজেন্সী ছিল। (লাইসেন্স নং ১৯২ /৪৪৭) বলে প্রকাশ। সরকারী কর্মী হিসাবে এই গর্হিত কাজে পাছে কোন অসুবিধা হয় তাই তিনি ঐ এজেন্সী বন্ধ করে ভাইয়ের বেনামীতে আর একটি লাইসেন্স করান। তার নং ২৭০/৪৪৭ বলে জানা যায়। তিনি নাকি চাকরীর সুযোগ নিয়ে নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের তাঁর কাছে এল আই সির পলিসি করতে বাধ্য করেন খবর তিনি এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ বিভাগ ম্যাকেঞ্জী পার্ক অফিসের ষ্টোরকিপার থাকা-কালীন ষ্টোরের ষ্টকে বেশ কিছু গোলমাল ধরা পরে। অডিট রিপোর্টে এই গরমিল সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকায় তাঁকে বহরমপুরে বদলী করা হয়। খবরে আরোও প্রকাশ, তিনি যে বাড়ীটি মাত্র তিন বছরের শর্তে ভাড়া নেন, সেই বাড়ির মালিকের সাথে অভদ্র

আচরণ করতে শুরু করেছেন। তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও বাড়িটি তিনি ছাড়তে চাইছেন না। উপরন্তু বাড়িটি তাঁকে এক কিংবা সোওয়া এক লাখে বিক্রি করে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। অসহায় মালিক এ সম্বন্ধে মন্ত্রী-মহলে জানালে ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার নাকি তদন্তও করেন। বাড়ীর মালিক জানান, গত মাসের ভাড়া নিতে গেলে উক্ত কর্মী নাকি তাঁকে বলেন, 'আমার নামে লেখালেখি করে কিছুই করতে পারবেন না। কেননা আমার খুঁটি খুব শক্ত। আমি আই, এন, টি, ইউ, সির প্রভাবশালী নেতা। তার উপর শহরের সব ক্লাবেই আমি পুজো উৎসবে বিনা পয়সায় লাইট পাবার ব্যবস্থা করেদি বলে যুবকদেরও সাহায্য আপনি পাবেন না। ঝঞ্ঝাট না করে দেড় লাখ টাকা দিচ্ছি বাড়ি আমাকে বিক্রি করে দিন।'

গৃহবধূ হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির সন্তোষপুরে ৩ জুন ভোরে গৃহবধূ আলো দত্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। দুই সন্তানের জননী আলো দত্তকে তাঁর স্বামী সমর দত্ত প্রথমে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন বলে পুলিশের সন্দেহ। প্রতিবেশী রমণীমোহন কুণ্ডু বাড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে অগ্নি-দগ্ধ আলো দত্তের মৃতদেহ দেখতে পান এবং পুলিশকে খবর দেন। স্বামী সমর দত্ত পালিয়ে যান। পুলিশ পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কুখ্যাত ডাকাত গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ৬ জুন সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি চলন্ত বাস থেকে এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত ফেকারুল সেখ ওরফে ফেকাকে গ্রেপ্তার করে। ফরাক্কা ও ধুলিয়ান অঞ্চলের বেশ কিছু বড় ডাকাতি ও ছিনতাই এর সঙ্গে ও যুক্ত এবং পুলিশ তাকে বেশ কিছুদিন থেকে খোঁজাখুঁজি করছিল।

সিটুর সম্মেলনে পুর অফিসে ছুটি!

রঘুনাথগঞ্জ : আজ ৮ জুন জঙ্গিপুর পুর অফিসে তালা ঝুলতে দেখা গেল। অনুসন্ধানে জানা যায়, ফরাক্কায় সিটুর সম্মেলনে যোগ দিতে সব কর্মীই ঝেঁটিয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন। হেড ক্লার্ক সুধীর দাস রাজ্য সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, তিনিও বাদ যাননি। উল্লেখ্য, এই বছরেই বহরমপুরে সি পি এমের এক পার্টি মিটিং-এও এরা অফিস বন্ধ করে যোগ দেন। এরকম ছুটি দেওয়ার কোন নির্দেশ সরকারের আছে কিনা পুরবাসীরা জানতে আগ্রহী।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে জোর যার মুলুক তার

বিশেষ সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে কংগ্রেস ৬ এবং সি পি এম ১১ ছিল। সি পি এম পক্ষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বোর্ড গঠনে নিশ্চিন্ত হন। বোর্ড গঠনের তারিখ ছিল ৩ জুন। ইতিমধ্যেই সি পি এমের দু'জন সদস্য আলাউদ্দিন মাষ্টার ও বদরুদ্দিন কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা যায়। সি পি এম এর স্থানীয় কর্মকর্তার এ খবর পেয়ে নাকি গত ১ জুন আলাউদ্দিনকে তাঁর বাড়ী থেকে জোর করে তুলে গাড়ী করে জঙ্গিপুরে নিয়ে এসে আটক করে রাখেন। এমনকি তাঁকে ভোট দিতেও দেওয়া হয়নি। অন্য এক সদস্য ভোট দিতে আসার পথে তাঁর উপর চড়াও হয়ে বুকে বন্দুক ধরে সি পি এম কর্মীরা তাকে কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চল অফিসে ঢুকতে দেয়নি বলে খবর। এবং তাঁকেও জোর করে তুলে এনে সি পি এম সদস্য আসরাফ হোসেনের বাড়ীতে নাকি আটক রাখা হয়। গত ২ জুন গিরিয়া অঞ্চলে জয়লাভের পর সি পি এম সমর্থকরা উল্লাসে কংগ্রেস সমর্থকদের আক্রমণ করে। সেই সময় পাতলাটোলা গ্রামের জেসুর ছেলে মুজিব সেখ চাবি বোমার চাবিটি দাঁত দিয়ে খুলতে গেলে বোমা ফেটে সে আহত হয়। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়া হয়। আহিরণ ব্লকে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোর করে কমাতে সি পি এম পক্ষ ভয় দেখিয়ে দুজন কংগ্রেস সমর্থককে আটকে রাখে ও তাদের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করে। সাগরদীঘি ব্লকের কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছেন বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি মিলে। কিন্তু বামফ্রন্টের শরিক দলের জনৈক নেতা অভিযোগ করেন সি পি এম শরিকী সমঝোতা গ্রাহ্য না করে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই প্রধান ও উপ-প্রধানের দুটি পদেই নিজেদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছেন।

NTPC
ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট

ফরাক্কা : মুর্শিদাবাদ : পশ্চিমবঙ্গ

নিম্নোক্ত কাজের জন্য এনটিপিসি/সিপিডব্লিউডি/রেলওয়ে/পঃ বঃ রাঃ বিঃ পঃ এবং সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থার অভিজ্ঞ এবং রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের নিকট হইতে সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের জন্য টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য আদায় দিয়া টেন্ডারের কাগজপত্র বিক্রয়ের জন্য উল্লিখিত তারিখের কাজের সময় স্বয়ং আসিয়া রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচয়পত্র দেখাইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। ডাকযোগে টেন্ডারের কাগজপত্র পাইতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণ রেজিস্ট্রেশন ও পরিচয়পত্রের প্রমাণের একটি কপিসহ প্রত্যেক কাজের জন্য ফরাক্কার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় প্রদেয় ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন লিঃ-এর অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফটে বা খেজুরিয়াঘাট পোস্ট অফিসে প্রদেয় আইপিও-তে অতিরিক্ত ২০ টাকা (কুড়ি টাকা) পাঠাইবেন।

টেন্ডারের কাগজপত্র ২৭-৫-৮৮ হইতে ১৮-৬-৮৮ তারিখ পর্যন্ত বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা ২-৩০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। টেন্ডার নিম্নে উল্লিখিত মত টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	কাজের অনুমিত ব্যয়	বায়না জমার পরিমাণ টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য	শেষ করার সময়	খোলার তারিখ ও সময়
১।	এফ এস টি পি পি-এর স্থায়ী টাউনশিপের জন্য বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৬২/টি—৬৪/৮৮	টাঃ ৩.০ লক্ষ	টাঃ ৬০০০ টাঃ ৫০	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
২।	এফ এস টি পি পি-এর স্থায়ী টাউনশিপে ট্রেনিং সেন্টার কমপ্লেক্সের জন্য বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৬৩/টি—৬৫/৮৮	টাঃ ০.৫০ লক্ষ	টাঃ ১০০০ টাঃ ২৫	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৩।	এফ এস টি পি পি-এর স্থায়ী টাউনশিপে জেনারেল হসপিটালের জন্য বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১৫৬৪/টি—৬৬/৮৮	টাঃ ১.০ লক্ষ	টাঃ ২০০০ টাঃ ৫০	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৪।	এফ এস টি পি পি-এর টেঃ টাউনশিপ, এইচ সি সি কলোনি, সি·আই·এস·এফ কমপ্লেক্স, ফিল্ড হস্টেলের বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ৬৬৫/টি—৬৭/৮৮	টাঃ ২.৫ লক্ষ	টাঃ ৫০০০ টাঃ ৫০	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৫।	এফ এস টি পি পি-এর টেঃ টাউনশিপে হেলথ সেন্টারের জন্য বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ৬৬৬/টি—৬৮/৮৮	টাঃ ০.৭ লক্ষ	টাঃ ১৪০০ টাঃ ২৫	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৬।	এফ এস টি পি পি-এর প্ল্যান্ট সাইট অফিসসমূহের জন্য বার্ষিক স্যানিটেশন ঠিকা। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৩৮/টি—৬৯/৮৮	টাঃ ১.৩ লক্ষ	টাঃ ২৬০০ টাঃ ৫০	১২ মাস	২০-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৭।	এফ এস টি পি পি-এর প্ল্যান্ট সাইটে স্যাটেলাইট বিল্ডিং-এর জন্য সীমানা দেওয়াল নির্মাণ ও লনের উন্নতিসাধন। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৩৯/টি—৭০/৮৮	টাঃ ১.৫ লক্ষ	টাঃ ৩০০০ টাঃ ৫০	৩ মাস	২১-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৮।	এফ এস টি পি পি-এর স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন বিল্ডিং-এর জন্য কেব্‌লিং ও আর্দিং। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৪০/টি—৭১/৮৮	টাঃ ৩.০ লক্ষ	টাঃ ৬০০০ টাঃ ৫০	৫ মাস	২১-৬-৮৮ বেলা ৩টায়
৯।	এফ এস টি পি পি প্ল্যান্ট সাইটে মিসেঃ কেব্‌লিং কাজ। এন আই টি নং এফ এস : ৪২ : সি এস : ১০৪১/টি—৭২/৮৮	টাঃ ৫.২৫ লক্ষ	টাঃ ১০,৫০০ টাঃ ৫০	৬ মাস	২১-৬-৮৮ বেলা ৩টায়

শর্তাবলী :

১। টেন্ডার ফর্ম কেনার সময়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ, কর পরিশোধের হালসময়ের শংসাপত্র এবং অন্যান্য পরিচয়পত্র দেখাইতে হইবে এবং টেন্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

২। আগ্রহী পক্ষগণ সাইটের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য সাইট দেখিয়া লইবেন।

৩। বিলম্বে এবং/বা বায়না জমা ছাড়া প্রাপ্ত টেন্ডার গ্রাহ্য হইবে না। টেন্ডার কাগজপত্রে উল্লিখিতমত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন আকারে জমা দেওয়া বায়না গ্রাহ্য হইবে না বা চলতি বিলের সঙ্গে বায়নাজমা সামিল করা হইবে না। এনটিপিসি-এর অন্য কোন প্রকল্পে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাগণ বায়নাজমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন না। টেন্ডার কাগজপত্র সংবলিত খামের উপর ...টাকা বায়না জমা কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা চাই, অন্যথায় টেন্ডার(গুলি) খোলা হইবে না এবং টেন্ডারদাতা(গণ)-কে ফেরৎ পাঠানো হইবে।

৪। ডাকে প্রেরিত টেন্ডার কাগজপত্র বিলম্বিত হইলে বা না পাইলে এনটিপিসি কোন দায়িত্ব লইবেন না।

৫। কোন প্রস্তাব অংশত বা সমগ্রত গ্রাহ্য করার বা একাধিক পক্ষের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দিবার অধিকার পুরোপুরি এনটিপিসি কর্তৃক সংরক্ষিত। সর্বনিম্ন প্রস্তাব বা যেকোন প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে এনটিপিসি বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দেখাইয়া যেকোন বা সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অধিকারও সংরক্ষিত।

দ্রষ্টব্য : ৮ ও ৯নং দফার ক্ষেত্রে পক্ষগণের বৈধ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরের লাইসেন্স অবশ্যই থাকা চাই।

সি : ইঞ্জিনিয়ার (কন্ট্রাক্ট)
এন টি পি সি/এফ্ এস টি পি পি

PPS

সি পি এম বিরোধিতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে কোনও রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নন। স্বস্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে অনেকেই অনেক কিছু করেন যার বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কোন অভিসন্ধি আমাদের থাকে না বলেই আমরা তা প্রকাশ করি না। প্রকাশিত কোন সংবাদে প্রতিবাদ যদি আসে, তবে আমরা সুস্থ সাংবাদিকতার স্বার্থে তা প্রকাশ করি হুবহু। ক্ষেত্র বিশেষে অবান্তর গালিগালাজ বাদ দিতে হয়।

উদয় সিংহের বহিষ্কার প্রসঙ্গে আমরা সি পি এম-এর জেলা স্তরের নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের প্রতিবাদ পত্রটি কোন লাইন বাদ না দিয়েই যে হুবহু প্রকাশ করেছি, তার প্রমাণ জনগণের কাছে তুলে ধরতেই সে প্রতিবাদ পত্রের ফটোষ্ট্যাট কপি মুদ্রিত করা হল। আর তার থেকেই প্রমাণিত হবে যে, আমাদের প্রকাশিত সংবাদ অসত্য বা অভিসন্ধিমূলক ছিল না।

প্রকাশিত ইস্তাহার দু'টির একটি পত্রিকার সম্পাদককে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে। সেটা যখন জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে, তখন তা প্রকাশ করার কোন অর্থই হয় না। আমরা কোনও পার্টির উত্তরোত্তর প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় আশঙ্কিত হই না, আবার কোন দলের রক্ষাকর্তা হয়ে আসরেও নামি না। আমরা কারো মনঃপূত হোক বা না হোক, সাংবাদিকের কর্তব্য করে যাই।

এ্যাডভোকেট গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট বি, এন, বিশ্বাস জানান, জেলা জজের আদেশ বলে গত ৩১ মে তিনি স্থানীয় থানায় এ্যাডভোকেট সমীর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এফ আই আর করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শ্রীবিশ্বাস আরও জানান, আজ তাঁর এজলাসে জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কে, ভট্টাচার্যের কাছে সমীরবাবুর জামিনের আবেদন করলে তা বাতিল হয়। পরে তাঁকে অসুস্থ দেখিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করলে পুলিশের কড়া প্রহরায় সমীরবাবুকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন পুনরায় ইউ, সি, নাগের কোর্টে জামিনের প্রার্থনা করলে তিনিও সেটা বাতিল করেন। এ্যাডভোকেট সমীর চক্রবর্তীর মুক্তির তদারকিতে জঙ্গিপুর বারের অধিকাংশ আইনজীবীদের নিষ্ক্রিয় দেখা যায়।

পুর এক্সিকিউটিভ অফিসার নতুন অজুহাতে তদন্ত পিছিয়ে গেল

রঘুনাথগঞ্জ : জেলা শাসকের নির্দেশে মহকুমা শাসক জঙ্গিপুর পুরসভার কিছু কর্মীর সারভিস বুক তদন্তের ব্যাপারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এরফান আলি বিশ্বাসকে নিযুক্ত করেন। গত ৭ জুন তদন্তের দিন ছিল। কিন্তু সে তদন্ত হয়নি। এক সাক্ষাতকারে এরফান আলি জানান, পুর দপ্তরে নিযুক্ত এক্সিকিউটিভ অফিসার এই তদন্তের দিন বাড়িয়ে ২৮ জুন করার কথা জানান। কারণ তিনি এখানে নতুন এসেছেন। তার পক্ষে কাগজপত্র দেখাশোনার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। উল্লেখ্য; আর এস পির এম এল এ মতীশ রায় সম্প্রতি বিধান সভায় জঙ্গিপুর পুর সভার সারভিস বুক কেলেঙ্কারীর অভিযোগ তোলেন। আরো উল্লেখ করা যায় এর পূর্বে বেশ কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল ফোরামও সারভিস বুক তদন্তের দাবী তোলেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে রাইটার্স থেকে লোক এসে তদন্তের দিনক্ষণও করে যান। তারপর সব চুপচাপ। এই দীর্ঘ চুপচাপের রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করবেন পুরবাসীরা জানতে চান।

আদর্শবাদ হাওয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ মাসে প্রায় ২১০০০ টাকা। এই টাকা খরচের পুরো অধিকারটাই পায় কো-অর্ডিনেশনের সদস্যরা। কিন্তু জনসাধারণের অভিজ্ঞতা হাসপাতালে রোগী ভর্তি করলে কোন ওষুধ পাওয়া যায় না, সবই বাইরে থেকে কিনে দিতে হয়। পৌরসভাও নাকি বছরে হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতে ২০ হাজার টাকা সরকার থেকে পান। কিন্তু কোনদিন পুরসভার কোন কর্মচারীকে এ ব্যাপারে হাসপাতালে দেখা গেছে বলে মনে হয় না। হাসপাতাল চত্বরে ময়লা আবর্জনার পাহাড় মানুষ দীর্ঘদিন থেকে দেখেই আসছেন। স্থানীয় পি, ডব্লিউ, ডি, ও পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে হাসপাতাল গেটের সংস্কার ও জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে বর্তমান এস, ডি, এস, ও চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও কোন উত্তর তিনি পাননি বলে জানা যায়। অনেক রোগীর এক আত্মীয় আমাদের প্রতিনিধির কাছে মন্তব্য করেন— স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের জয় ঢাক তো বহুদিন ধরে আমরা কাগজে কাগজে বাজাতে দেখছি; কিন্তু জঙ্গিপুর হাসপাতাল কি তাঁর এক্তিয়ারে পড়ে না। না তিনি তাঁর দলের কট্টোর সমর্থক কো-অর্ডিনেশনের সভ্যদের চটাতে চান না? নব গঠিত জঙ্গিপুর মহকুমা ন্যাশানালিষ্ট ফোরাম নামীয় কংগ্রেস সংগঠনটি স্থির করেছেন শীঘ্রই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে এস ডি এম ওর কাছে ডেপুটেশন দেবেন। এঁদের আর একটি অভিযোগ, জি ডি এরা বছরে ৩০০ টাকা পোষাক ভাতা পেলেও তাঁরা কোনদিন নির্দিষ্ট পোষাক পরে ডিউটিতে আসেন না।

বাড়ী বিক্রয়

ফাঁসিতলার সদর রাস্তার উপর ৫ শতক জায়গার উপর বসতবাড়ী বিক্রয় হইবে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন
শ্রীগৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য
ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ

প্রিয় গ্রাহক
আপনারা নীচে উল্লেখিত ব্র্যান্ডগুলির
প্রতিটি ঠান্ডা বোতলের জন্য
২টাঃ ৭৫পঃ
দাম দেবেন

গোল্ডস্পট	থ্রিল	ফিজা
লিমকা	স্প্রিন্ট	ফেরিণি—১১ আপ
থাম্‌স আপ	রাশ	ফেরিণি—ম্যাঙ্গো
রিমঝিম	মুড	ফেরিণি পাইনাপেল
মাজা	অরেঞ্জ	ফেরিণি লেমোনেড
বিজলী গ্রীল আইসক্রীম সোডা		জেস্ট পাইনাপেল

গ্রাহকদের স্বার্থে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক
কোম্পানী-গুলির দ্বারা একযোগে বিজ্ঞাপিত

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।